দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JAN. 1 6 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১-৭ ...

স্বা ১/৭৭ ২০৩

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চালচিত্র

বিশেষ প্রতিবেদন

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। বুদ্ধি, বিবেক ও মননের দ্বারা মানুষ এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈরিতাকে জয় করে নিজের আরাম আয়েসের ব্যবস্থা করতে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে মানব জাতি। ধীরে ধীরে নব আবিষ্কারের জোয়ারে মানব সভ্যতা এগিয়ে চলেছে চূড়ান্ত উৎকর্ষের লক্ষ্যে। এই উৎকর্ষের অংশ হিসেবে চিকিৎসা-শাস্ত্রেও ব্যাপক উন্নতি ঘটছে প্রতিনিয়ত। জটিল রোগব্যাধি প্রতিরোধে এবং তাদের হাত থেকে রোগীকে বাঁচাতে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নব নব কৌশল উদ্ভাবিত হচ্ছে। কোন রোগকে কত সহজে সাড়ানো যায় সে চেষ্টাও চলছে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশের জনগণ হিসেবে আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সুবিধা থেকে বলতে গেলে বঞ্চিত। বড় অসুখে দেশের বাইরে যেতে হয় উন্নত চিকিৎসা পেতে। অথচ এই খরচ বহন করার সামর্থ্য নেই এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর।

উন্নয়নশীল এই দেশে বেড়ে ওঠা শিশু-কিশোর, তরুণেরা কি ধরনের চিকিৎসা সুবিধা পাচ্ছে তার একটি চিত্র ফুটে ওঠে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেডিক্যাল সেন্টারের পরিস্থিতি থেকে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সুপ্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল সেন্টার রয়েছে। কলেজগুলোতে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। বেসরকারি কলেজে হয়ত একজন ডাক্তার সার্বক্ষণিকভাবে নিযুক্ত থাকেন ছাত্রছাত্রীর দেখাশোনায়। তবে সেটা সব কলেজের জন্য প্রযোজ্য নয়। স্কুলগুলোর পরিস্থিতিও একই রকম। এখানে দেশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিদ্যাপীঠে চিকিৎসা সুবিধার চিত্র তুলে ধরা হল। তবে একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, স্বল্প পরিসরে দেশের সামগ্রিক চিত্র প্রকাশ করা কখনওই সম্ভব নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দেশের অন্যতম প্রধান বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সারাদেশ থেকে প্রতি বছর অসংখ্য ছাত্রছাত্রী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। এই প্রতিষ্ঠানে রয়েছে একটি প্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল সেন্টার। যেকোন অসুস্থতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এখানে এসে ডাক্তারি পরামর্শ এবং ওষুধ পেতে পারেন। গুরুতর অসুখের ক্ষেত্রে অবশ্য অপেক্ষাকৃত ভাল চিকিৎসা সুবিধা গ্রহণের জন্য রোগীকে বাইরে পাঠানো হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টারে মোট ৩০ জন ডাক্তার কর্মরত রয়েছেন। এদের মধ্যে ৫ জন মহিলা এবং ২৫ জন পুরুষ ডাক্তার। এরা কেউ ফুল-টাইম, আবার কেউ পার্ট-টাইম ভিত্তিতে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। মেডিক্যাল সেন্টারে ডাক্তারদের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী বিনামূল্যে ওষুধ দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের অবশ্য ওষুধ কিনে নিতে হয়।

চিকিৎসা কেন্দ্র শনি থেকে বুধবার পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এবং বৃহস্পতিবারে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত খোলা থাকে। আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের গুরুতর অসুস্থতায় ডাক্তার হলে গিয়ে দেখে আসেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টারে একটি বড় সুবিধা হচ্ছে এখানে এক্সরে এবং প্যাথলজিক্যাল টেস্ট করানোর সুযোগ রয়েছে। এজন্য প্রয়োজনের সময় ছাত্রছাত্রীদের বাইরে দৌড়াতে হয় না।

এই সেন্টারে একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ এবং ডেন্টিস্ট রয়েছেন। এছাড়াও চিকিৎসা কেন্দ্রে ৩০টি বেড রয়েছে। মূলত পক্স বা এ ধরনের সংক্রামক অসুখে এখানে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। তবে এ ব্যবস্থাটি মেয়েদের জন্য উন্মুক্ত নয় নিরাপত্তাজনিত কারণে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় দেশের মেধাবী ছাত্রদের অন্যতম বিদ্যাপীঠ। প্রকৌশলী হবার জন্য উন্মুখ ছাত্রছাত্রীদের মূল লক্ষ্যস্থল অবশ্যই বুয়েট। সীমিত সংখ্যক আসনের কারণে ভর্তি প্রতিযোগিতাও তীব্র। বুয়েটে একটি সুসজ্জিত মেডিক্যাল সেন্টার রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং কর্মচারীদের জন্য এই সেন্টার সার্বক্ষণিক সেবা নিশ্চিত করে।

বুয়েট মেডিক্যাল সেন্টারে ৭ জন ডাক্তার রয়েছেন। এদের মধ্যে একজন মহিলা। মেডিক্যাল সেন্টার বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকাকালীন সময়ে প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা এবং বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকে। শীতকালীন সময়সূচি পরিবর্তিত হয়ে বিকেল ৩টা ৩০ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ৫টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত খোলা থাকে। প্রতি শনিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত খোলা থাকে। এছাড়া আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের জন্য যেকোন জরুরি প্রয়োজনে ডাক্তার হলে গিয়ে দেখে আসেন।

মেডিক্যাল সেন্টারে পর্যাপ্ত ওষুধ রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য ওষুধ বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। কর্মচারীদের ওষুধ কিনে নিতে হয়। বুয়েট মেডিক্যাল সেন্টারে কোন এক্সরে বা প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করার সুযোগ নেই। এজন্য ছাত্রছাত্রীদের বাইরে যেতে হয়। তবে বিল ফরম পূরণ করে জমা দিলে কর্তৃপক্ষ খরচের টাকা ছাত্রছাত্রীদের একাউন্টে প্রদান করেন। বুয়েট মেডিক্যাল সেন্টারে কোন চক্ষু বিশেষজ্ঞ, ডেন্টিস্ট নেই। এ ধরনের সমস্যায় অন্যত্র যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এই মেডিক্যাল সেন্টারে ৩টি কেবিন এবং ১৪টি সাধারণ শয্যা রয়েছে। পক্স জাতীয় ছোঁয়াচে রোগে এখানে রেখে চিকিৎসা করা হয়। অসুস্থ অবস্থায় কেউ পরীক্ষা দিলেও এগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অদূর ভবিষ্যতে মেডিক্যাল সেন্টারটিকে আরও সমৃদ্ধ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্যাথলজিক্যাল টেস্ট, এক্সরে প্রভৃতি সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

লালমাটিয়া মহিলা কলেজ, ঢাকা

লালমাটিয়া মহিলা কলেজে একটি ক্ষুদ্র স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজন মহিলা ডাক্তার রয়েছেন। কলেজ চলাকালীন সময়ে এটি খোলা থাকে। সাধারণ কিছু ওষুধ বিনামূল্যে ছাত্রীদের দেয়া হয়ে থাকে। এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি মূলত প্রাথমিক কিছু চিকিৎসা প্রদানের জন্য।

সরকারি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়, ঢাকা

দেশের একমাত্র সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় হওয়ায় এর কিছু বিশেষত্ব রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য এই মহাবিদ্যালয়ে কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ প্রয়োজনে চিকিৎসা সুবিধা থেকে বঞ্চিত। দেশের প্রায় সকল অনাবাসিক সরকারি কলেজের চিত্রই অনুরূপ।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে স্বাস্থ্যকেন্দ্র

দু' একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে প্রায় সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয় অনাবাসিক। স্বাস্থ্যকেন্দ্র বলতে অধিকাংশ বিদ্যালয়েই কিছু নেই। উদাহরণস্বরূপ ঢাকার নবাবপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। অনেক বিদ্যালয়ে একজন ডাক্তার সম্বলিত স্বাস্থ্যকেন্দ্র দেখা যায়। যেমন শেরেবাংলা নগর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ভিটামিন, প্যারাসিটামল এ রকম দুই তিন প্রকার ওষুধ দেয়া হয় ছাত্রীদের। এছাড়া প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি রয়েছে। দেশের বিভিন্ন বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ করলে এই দুই ধরনের পরিস্থিতিই চোখে পড়ে। অন্তত প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে সর্বত্র।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্র

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পড়ালেখা করে থাকে। তাদের যেকোন সময় প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ে। এজন্য সকল স্কুলেই ফার্স্ট এইড বক্স থাকার কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য এই যে বহু স্কুলে ফার্স্ট এইড বক্স পর্যন্ত নেই। আবার অনেক জায়গায় কিছু থাকলেও এগুলো ব্যবহার করার মত দক্ষ লোক নেই।

এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে যে সকল অনাবাসিক বিদ্যাপীঠ রয়েছে সেগুলোর পরিস্থিতিও খুব আশাব্যঞ্জক নয়। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে কোন ডাক্তার নেই। শুধুমাত্র ফার্স্ট এইডই ছাত্রছাত্রীদের ভরসা। এ চিত্র সম্পূর্ণ পাল্টে যায় আবাসিক প্রি-ক্যাডেটগুলিতে। এখানে উন্নত চিকিৎসা সুবিধার বিজ্ঞাপন সকলেরই নজর কাড়ে। অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে চিকিৎসা সুবিধা স্থান, কাল, পাত্রভেদে বৈষম্যের শিকার। তবে সামগ্রিকভাবে অবশ্যই আমরা পিছিয়ে আছি। চিকিৎসা শাস্ত্র এখন কম্পিউটারাইজড নির্ভুল স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। অথচ আমাদের দেশে উন্নততর আধুনিক যন্ত্রপাতির সংখ্যা খুবই সীমিত। এই অবস্থায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সর্বোচ্চ মান সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, ন্যূনতম প্রাথমিক চিকিৎসার সুবিধা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই থাকা উচিত।